

ভাইস চ্যান্সেলরদের সাক্ষাৎ শিক্ষার মান উন্নয়নে ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস দূর করতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার শিক্ষাঙ্গনে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। খবর বাসস'র।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের একটি প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সঙ্গে আলাপকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্যাম্পাস থেকে উচ্ছ্বল তৎপরতা দূর না করা পর্যন্ত শিক্ষার মান বাড়বে না। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা শনিবার বিকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

প্রধানমন্ত্রী দেশে শিক্ষার মান কমে যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে এক সময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হতো।

জাতীয় জীবনের সকল পর্যায় থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের তাঁর সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা আবারও ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসী সে যেই হোক না কেন তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। কারণ, তারা শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে ফেলেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসীদের কোন শ্রেণী বা বর্ণ নেই। তারা সমাজ বিরোধী লোক। তিনি বলেন, জাতির বৃহ-

ত্তর স্বার্থে ক্যাম্পাসে এ ধরনের ব্যক্তিদের সহ্য করা হবে না।

শেখ হাসিনা পবিত্র শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের বনবনানি বন্ধ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসহ সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছাত্রদেরকে কোন-মতেই রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে দেয়া হবে না। তিনি হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন, এই ধারা কোন অবস্থায় চলতে দেয়া হবে না।

পরিষদের সভাপতি ও বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহজাহান প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। দেশের সবকয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সেশনজট দূর করাসহ মেধা পাচার বন্ধ করার লক্ষ্যে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আহ্বান জানান। তারা প্রশাসন ও শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমস্যাগুলো তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী তাদের সমস্যার ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দেন।